ফাইনালে মেয়েদের প্রতিপক্ষ নেপাল

নারী সাফে গত ফাইনালের মতো এবারও প্রতিপক্ষ হিসাবে নেপালকে পেয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল রাতে কাঠমান্ডুতে নাটকীয় সেমিফাইনাল ১-১ গোলে শেষ হওয়ার পর সরাসরি টাইব্রেকিংয়ে নেপাল ৪-২ গোলে হারায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। দুই দফায় খেলা বন্ধ ছিল। একবার লাল কার্ড ইস্যুতে। নেপালের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার রেখাকে লাল কার্ড দেখান ভুটানের রেফারি। এ নিয়ে ১০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে।

খেলা শুরু হলে নেপাল ১০ জন নিয়েই লড়াই করে গোল হজম করে। ৫২ মিনিটে ভারতের সঙ্গীতা গোল করেন, ১-০। গোলের পর কিকঅফ করেই গোল করে নেপাল। কিন্তু ভুটানি রেফারি ওম চোকি সেই গোল বাতিল করেন। প্রতিবাদে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। নেপালি ফুটবলারদের দাবি রেফারি বাঁশি বাজানোর পরই কিকঅফ করা হয়েছে। কিন্তু রেফারি সেটি অস্বীকার করে। নেপালের ফুটবলাররা মাঠের সাইড লাইনে চলে যান। তাদের দাবি গোল দিতে হবে।

এ নিয়ে ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। পরে নেপালের সিনিয়র কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে তাদের ফুটবলাররা গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে খেলায় নামে। ৫ মিনিটের মধ্যে নেপাল গোল করে পুরো ম্যাচের নাটক বদলে দেয়। নেপালি গোলদাতা সাবিত্রী ভান্ডারি গোল করে জার্সি খুলে ফেলেন। রেফারি ওম চোকি সাবিত্রীকে হলুদ কার্ড দেখান। শুধু জার্সিই খুলেননি তিনি, বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডে লাথি মেরে ভেঙ্গে দেন, নিজের পায়ে ব্যথা পান। গোল করে জার্সি খোলার দৃশ্য দেখা গেছে ১৯৯৯ সালে নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যকার ম্যাচে গায়ের জার্সি খুলে গোলের উৎসব করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলার ব্র্যান্ডি চাসটাইন। তখন হলুদ কার্ড দেখানোর নিয়ম ছিল না। পরে চালু হয়েছে।

দশরথের রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ১৬ হাজার দর্শক ছিল। সাফের সবচেয়ে উত্তেজনাকর ম্যাচ দেখেছেন নারী সাফের উপমহাদেশের দর্শক। টানটান উত্তেজনার সেমিফাইনালের নির্ধারিত সময়ের আগেই টাইব্রেকিংয়ের জন্য ভারত ও নেপাল তাদের গোলরক্ষক পরিবর্তন করে। সফল হয় নেপাল। নেপালের গোলরক্ষক অঞ্জনা মাগার তার

দলকে ফাইনালে তুলেছেন। সেমিফাইনালে সহকারী রেফারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের সালমা আক্তার মনি এবং চতুর্থ রেফারি ছিলেন জয়া চাকমা।

সূত্র: ইত্তেফাক

ভুটানকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

বড় জয়ে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে ভুটানকে গোল বন্যায় ভাসিয়েছে বাংলার মেয়েরা। তহুরার হ্যাটট্রিকে ভুটানকে ৭-১ গোলে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

আজ রোববার (২৭ অক্টোবর) নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্নক ফুটবল খেলতে থাকে বাংলাদেশ। ম্যাচের ৭ মিনিটেই গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। ডি বক্সের বাইরে থেকে জোড়ালো শটে বল জালে জড়ান ঋতুপর্ণা চাকমা।

ম্যাচের এগিয়ে গিয়েও আক্রমণ অব্যাহত রাখে বাংলার মেয়েরা। ম্যাচের ১৫ মিনিটে ফের গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। চমৎকার ড্রিবলিংয়ে বল নিজের কন্ট্রোলে নেন তহুরা। এরপর ডি বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ শটে বল জালে জড়ান তিনি।

এরপর স্কোরশিটে নাম লেখান অধিনায়ক সাবিনা। ম্যাচের ২৬ মিনিটে ডান দিক থেকে বাড়ানো বলে পা ছুঁয়ে জালে জড়ান তিনি। এরপর ম্যাচের ৩৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান তহুরা। আবারও ডি বক্সের বাইরে থেকে গোল করেন তিনি।

এরপর ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ফের গোল করে সাবিনা। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে টেনে গোলরক্ষককে কাঁটিয়ে বল জালে জড়ান তিনি। ম্যাচের ৪১ মিনিটে এক গোল শোধ করে ভুটান। ৫-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।

বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৫৮ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তহুরা। এরপর ৭২ মিনিটে ফের গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। সানজিদার নেওয়ার কর্নার কিক থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে বল জালে জড়ান ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীন। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ৭-১ গোলের বড় জয়ে ফাইনালে পা রাখে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

সূত্র: ইত্তেফাক

আজ ফাইনালের হাতছানি মেয়েদের

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, নেপালের কাঠমান্ডুতে দশরথের এই মাঠেই সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে ভুটানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। আজ (রোববার) আবার সেই মাঠ, একই প্রতিপক্ষ, সেমিফাইনালে ভুটানের মুখোমুখি বাংলাদেশ। খেলা শুরু হবে বেলা পৌনে ২টায়। সবকিছু একই হলেও বর্তমান দলের সিনিয়র ফুটবলার মারিয়া মান্ডা আগের হিসেব নিয়ে বসতে রাজি না। ‘আগের ভুটান আর এখনকার ভুটানের মধ্যে অনেক ফারাক। এবার ভুটান শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে এসেছে। ওরা নেপালের বিপক্ষে ড্র করেছে। আগে ৮-০ গোলে জিতেছি সেটা ভুলে যেতে চাই। আমরা মনে করবে এখন নতুন করে গোল করতে হবে, ম্যাচ জিততে হবে-বললেন মারিয়া মান্ডা।

সাফে এখন পর্যন্ত ভুটান-বাংলাদেশের মুখোমুখি ম্যাচের সংখ্যা ৪টি। এর মধ্যে সবকয়টি জিতেছে বাংলাদেশ। প্রথম সাফে বর্তমান অধিনায়ক সাবিনা খাতুন খেলেছিলেন, জোড়া গোলও করেছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত সবগুলো সাফ খেলেছেন সাবিনা। দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফুটবলার সাবিনা আজ ভুটানকে খাটো করে দেখছেন না। কারণ সাবিনা মারিয়ারা কিছুদিন আগে ভুটানের ক্লাব লিগে খেলে এসেছেন। তারা দেখেছেন ভুটান উন্নতি করছে। এখন সেমিফাইনালে ভুটান জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে বলে মনে করছেন সাবিনা-মারিয়ারা। ফাইনালের হাতছানি মনে করছেন না।

দলের ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার কাল অনুশীলনে নেমে নেপালে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তারা ভুটানকে শ্রদ্ধা করছেন। সেমিফাইনালে উঠেছে বলে সব শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। আমাদের পা মাটিতে রাখতে হবে। ভুটানকে সেমিফাইনালে ওঠার সম্মান দিতে হবে। আমরাও

উন্নতি করেছি। ভারতকে হারানোর পর আমার মেয়েদেরকে বলেছি তারা যেন খেলায় মনোযোগ ধরে রাখে।’

নিজ দলের কথা বলতে গিয়ে সাবিনাদের সাবেক কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটনের প্রসঙ্গ উঠে আসে পিটার বাটলারের কণ্ঠে। তিনি বলেন, ‘দলের মধ্যে মনযোগ ধরে রাখাটা এখন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কারণ সাবেক কোচরা আমার দলকে বিরক্ত করছে। নানা ভাবে প্ররোচিত করছে। এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’

আজ একই দিনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-নেপাল। এই দলও গত সাফে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। সেই খেলায় নেপাল ১-০ গোলে হারিয়েছিল ভারতকে। এবার তাদের সামনে কঠিন লড়াই। নারী সাফের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। তারা গত শিরোপা হারিয়েছিল। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়। নেপাল ৫ বার ফাইনাল খেলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। আরও একবার ঘরের মাঠে সুযোগ এসেছে স্বপ্ন করার।

সূত্র: ইত্তেফাক

১২ বছর পর দেশের মাটিতে সিরিজ হারলো ভারত

সবশেষ ২০১২ সালে ঘরের মাটিতে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। এরপর সাদা পোশাকের ক্রিকেটে টানা ১৮টি সিরিজ জিতেছে ভারতীয়রা। অবশেষে ১২ বছর পর দেশের মাটিতে সিরিজ হারলো রোহিত শর্মার দল। বেঙ্গালুরু পর পুনে টেস্টে মিচেল স্যান্টনারের ঘূর্ণিতে ভারতকে ১১৩ রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। দুই ইনিংস মিলে ১৩ উইকেট শিকার করেছেন এই কিউই স্পিনার। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে গেল কিউইরা। এক ম্যাচ আগেই সিরিজ হাতছাড়া করলো স্বাগতিকরা।

পুনে টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কিউই স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের ঘূর্ণিতে কুপোকাত হয়ে ভারতের ব্যাটিং লাইন। মাত্র

১৫৬ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ৫৩ রান খরচায় ৭ উইকেট নেন স্যান্টনার।

১০৩ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে টম ল্যাথামের ব্যাটে ভর করে ২৫৫ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। সেঞ্চুরির কাছে গিয়েও ৮৬ রানে সাজঘরে ফিরে যান ল্যাথাম। এছাড়া ৮২ বলে ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন গ্লেন ফিলিপস। ভারতের পক্ষে ওয়াশিংটন সুন্দর ৪টি ও রবীন্দ্র জাদেজা নেন ৩টি উইকেট।

জয়ের জন্য ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫৯ রানের। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দলকে ভালো শুরু এনে দেন ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। রোহিত শর্মা দ্রুত আউট হলেও আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন জয়সওয়াল।

ক্রিজে আসা শিবমন গিলকে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন জয়সওয়াল। দলীয় ৯৬ রানে ৩১ বলে ২৩ রান করে আউট হন গিল। তবে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন জয়সওয়াল। দলীয় ১২৭ রানে আউট হওয়ার আগে ৬৫ বলে ৭৭ রান করেন তিনি।

জয়সওয়ালের বিদায়ের ধস নামে ভারতের ব্যাটিং লাইনে। মাত্র ৪০ রানের ব্যবধানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে ভারত। বিরাট কোহলি ১৭, শরফরাজ খান ৯, ওয়াশিংটন সুন্দর ২১ ও রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান রিঝভ পন্থ।

এরপর রবীচন্দ্রন অশ্বিন ও জাদেজা মিলে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। ৩৯ রানের জুটি গড়েন এই দুই ব্যাটার। তবে দলীয় ২০৬ রানে ৩৪ বলে ১৮ রান করে আউট হন অশ্বিন।

সূত্র: ইত্তেফাক

মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন টিকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) রাতে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। তবে ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিকরা। ম্যাচের ৩০ মিনিটে ডোনিয়েল মালেন ও ৩৪ মিনিটে জেমি গিটেন্সের গোলে এগিয়ে যায় বরুশিয়া। তাদের গোলে ২-০ তে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সফরকারীরা।

এরপরের গল্পটা শুধুই রিয়ালের। ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে ভিনিসিয়ুস-রদ্রিগোরা। একের পর এক আক্রমণে ডর্টমুন্ড ডিফেন্সকে ব্যস্ত রাখে তারা। ম্যাচের ৬০ মিনিটে গোল করে দলের ব্যবধান কমান অ্যান্টোনিও রুডিগার।

এর দুই মিনিট পরেই স্কোরশিটে নাম লেখান ভিনিসিয়ুস। তার গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। এরপরও একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় লস ব্লাকোরা। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে ম্যাচে প্রথমবারের মতো লিড নেয় রিয়াল। লকাস ভাসকেস গোল করে এগিয়ে দেন দলকে।

এর তিন মিনিট পরে অসাধারণ এক গোল করেন ভিনিসিয়ুস। নিজেদের অর্ধে থেকে বল পেয়ে একাই টেনে নিয়ে যান এই ব্রাজিলিয়ান। প্রায় ৭০ মিটার দৌড়ে ডি বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ শটে বল জালে জড়ান ভিনি।

এরপর ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ভিনিসিয়ুস। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি ভিনির তৃতীয় হ্যাটট্রিক। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম। তার অসাধারণ নৈপুণে ৫-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

সূত্র: ইত্তেফাক

৩৬৯ দিন পর নেইমারের মাঠে ফেরা

ক্যারিয়ারের একটা বড় অংশ মাঠের বাইরে অপেক্ষা করেই পার করেছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের পোস্টার বয় নেইমার জুনিয়র। তবে গেল এক বছরের বেশি সময় এরকম টানা অপেক্ষা হয়ত নেইমারকে আর কখনোই করতে হয়নি।

এসিএল আর হাঁটুর চোটে নেইমার মাঠের বাইরে ছিলেন ঠিক এক বছর চার দিন। নেইমারের মতো ভক্তরাও অপেক্ষায় ছিলেন দিনের পর দিন। চোট সারিয়ে কবে ফিরবেন নেইমার?

এই প্রশ্ন বহুবারই শুনতে হয়েছে জর্জ হেসুস কিংবা ব্রাজিলিয়ান কোচদের। সেই অপেক্ষার শেষ হলো সোমবার রাতেই। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিটে আল আইনের বিপক্ষে মাঠে নামলেন নেইমার। গোল কিংবা অ্যাসিস্ট না পেলেও এদিন দলের দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছেন মাঠে থেকেই।

নেইমারের মাঠে ফেরার দিনে গ্যালারিতে ছিলেন তার প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দি। পারিবারিক সঙ্গী ছিলেন আরও দুজন। তাকে মাঠে ফিরতে দেখে স্বস্তির হাসি ফুটেছে প্রিয়জন ও ভক্তদের মুখে।

গত বছর ১৮ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। এসিএল চোটের পাশাপাশি হাঁটুর মিনিসকাসেও আঘাত পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর শুরু হয় তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল ‘নেইমারের জন্য অপেক্ষা।’ ৩৬৯ দিন পর ঘুচল সেই অপেক্ষা। আল আইনের মাঠে আল হিলালের ৫-৪ গোলে জয় আর দুই হ্যাটট্রিক ছাপিয়ে এই ম্যাচে নেইমারের মাঠে ফেরাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় খবর।

বেঞ্চ থেকে মাঠে নেমেই গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন নেইমার। আলেক্সান্দার মিত্রোভিচের সঙ্গে পাস আদান প্রদান করে বক্স থেকে শট নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিলেন। শট নিলেও আল আইন গোলরক্ষকের কারণে সেটায় গোল পাওয়া হয়নি নেইমারের। ম্যাচে যোগ করা ১৬ মিনিট সময়েও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন নেইমার। সেটিও কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। সেটি কাজে লাগাতে না পারলেও তাঁর মাঠে ফেরাটাই বড় স্বস্তি হবে ভক্তদের জন্য।

নেইমার নিজেও এই ফেরার দিন গুনেছেন। সেটি বোঝা গেল ম্যাচের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার পোস্টেই, ‘এই অনুভূতিটা আবারও জেগে ওঠায় ভালো লাগছে। ম্যাচের আগে স্নায়ুচাপে ভোগাটা দারুণ…আশা করি স্বাস্থ্যকর প্রত্যাবর্তন হবে।’

৯ গোলের রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে আল হিলালের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন সালেম-আল দাসারি। আল আইনের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন সুফিয়ান রাহিমি। দুই হ্যাটট্রিকের ম্যাচে জয়টা পেয়েছে নেইমারের দলটা।

গত বছর আগস্টে সৌদি ক্লাবটিতে যোগ দেন নেইমার। হাঁটুর চোটে পড়ার আগে ক্লাবটির হয়ে মাত্র ৫টি ম্যাচ খেলেন। তাকে সৌদি প্রো লিগে এখনো নিবন্ধিত করতে পারেনি আল হিলাল। জানুয়ারির আগে নিবন্ধিত করার সুযোগ না থাকায় আপাতত সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে নেইমারকে দেখা যাবে না।

সূত্র: ইত্তেফাক

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে চলছে মিরপুর টেস্ট

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। এই সিরিজকে ঘিরে আগে থেকেই ছিল বাড়তি নিরাপত্তা। এর মাঝে রোববার (২১ অক্টোবর) সাকিব আল হাসানের ভক্ত ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যা নিরাপত্তা শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই চলছে মিরপুর টেস্ট।

সোমবার (২১ অক্টোবর) সকাল থেকেই সতর্ক অবস্থান নেয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পুরো রাস্তায় যান চলাচলের পাশাপাশি মানুষের যাতায়াতও সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যারিকেড দেওয়ার পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া মানুষকেও জিজ্ঞেসাবাদ করে।

গতকাল সাকিবকে দেশে ফিরিয়ে এনে সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে লং মার্চ নিয়ে মিরপুরে আসেন সাকিবভক্তরা। এ সময় হঠাৎ তাদের ধাওয়া দেয় সাকিব বিরোধীরা। এরপর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে দুই পক্ষের মাঝে।

সূত্র: ইত্তেফাক

৩৬ বছর পর ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট জয়

১৯৮৮ সালে ভারতের মাটিতে সবশেষ টেস্ট জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। এরপর দীর্ঘদিন ভারতের মাটিতে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে জয়হীন ছিল কিউইরা। দীর্ঘ ৩৬ বছরের খরা কাঁটিয়ে অবশেষে ভারতের মাটিতে টেস্টে জয়ের দেখা পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। বেঙ্গালুরু টেস্টে স্বাগতিকদের ৮ উইকেটে হারিয়েছে সফরকারীরা।

বেঙ্গালুরু টেস্টে প্রথম দিনেই ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় নিউজিল্যান্ড। দুই কিউই পেসার ম্যাট হেনরি ও উইলিয়াম ও’রোর্কের তোপে নিজেদের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হয় ভারত।

জবাবে রাচীন রবীন্দ্রর সেঞ্চুরিতে ৪০২ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। ১৫৭ বলে ১৩৪ রান করেন রাচীন। ৩৫৬ রানের লিড পায় কিউইরা। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত।

৩৫৬ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে শরফরাজ খান ও রিঝভ পন্থের ব্যাটে লড়াই করে ভারত। সেঞ্চুরি তুলে নেন শরফরাজ। তবে মাত্র ১ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন পন্থ।

এই দুই ব্যাটারের ব্যাটে ভর করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬২ রানে অলআউট হয় ভারত। ১০৭ রানের পুঁজি পায় স্বাগতিকরা। শরফরাজ ১৯৫ বলে ১৫০ ও পন্থ ১০৫ বলে ৯৯ রান করেন। হেনরি ও উইলিয়াম নেন ৩টি করে উইকেট।

১০৮ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৩৫ রানের মধ্যে জোড়া উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। তবে রাচীন ও উইল ইয়ং এর ব্যাটে ভর করে ৮ উইকেটের জয় পায় কিউইরা। ইয়ং ৭৬ বলে ৪৮ ও রাচীন ৪৬ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]